



কোন পরিস্থিতিতে গুরুকে পরিত্যাগ

শাস্ত্রবোধান অনুসারে কোন কোন পরিস্থিতিতে গুরুকে পরিত্যাগ করা যতে পারে?

উত্তরঃ

সাধারণ সূত্র দিয়ে যেরূপ যজ্ঞসূত্রের কাজ চালানো যায় না, তমেনি অসদগুরু দিয়েও পারমার্থিক জীবনে উন্নতকরা যায় না। গুরুত্যাগ পাপ হলেও অসদগুরু ত্যাগ পাপ নয় — বরং চ পুনরায়, শাস্ত্রবোধি অনুসারে সদগুরু করন অতি আবশ্যিক আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনের জন্য ।। কিন্তু শাস্ত্র বোধান অনুসারে শাস্ত্রসম্মত 24-32 লক্ষণযুক্ত সদগুরু করণের পর সদগুরু ত্যাগ অবশ্যই মহাপাপ বলে কথিত আছে এবং যে ব্যক্তি মতবিত্ত্রিম বা কুবুদ্ধি বা কামনা বা প্রবৃত্তি/ভট্টবাদে আসক্তবিশত যদি কটে সদগুরু করণের পর সদগুরু ত্যাগ করে সে অবশ্যই বহুজন্ম নপিতে যায়।।

শাস্ত্র অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্যাগ করলে পাপ হবে না:-----

1. গুরুদেবে যদি সদগুরু না হন তাহলে বনিম্র অনুমতিনিয্যে সেই গুরুদেবেকে ত্যাগ করা উচিত।
2. দুরভাগ্যবশত যদি জ্ঞানহীন গুরুকরণ হয়, থাকে তাহলে বনিম্র অনুমতিনিয্যে সেই গুরুদেবেকে ত্যাগ করা উচিত।
3. গুরুদেবে যদি শুধুমাত্র ক্লগুরু হন (যদি সদগুরু না হন) তাহলে বনিম্র অনুমতিনিয্যে সেই গুরুদেবেকে প্রণামপূর্বক, পুনরায়, শাস্ত্রবোধি অনুসারে সদগুরু করন অতি আবশ্যিক

আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনের জন্য ।

4. গুরুদেবে এর মধ্যে শাস্ত্রসম্মত 24-32 লক্ষণ না থাকে এবং আর দুর্ভাগ্যবশত সেই গুরুকরণ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই বনিম্বর অনুমতিনিযিয়ে সেই গুরুদেবেকে প্রণামপূর্বক, পুনরায় শাস্ত্রবোধি অনুসারে সদগুরু করন অতি আবশ্যিক আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনের জন্য ।
5. গুরুদেবে যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা ধর্মবিরুদ্ধ / কলসিখানসবী / অভিমানী / ব্যভিচারী বা পাপকার্যে লিপিত হয়ে পড়েন তাহলে সেই গুরুদেবেকে ত্যাগ করা উচিত।
6. গুরুদেবে যদি নাস্তিকি / সমন্বয়বাদীপাশন্ড / ভট্টাবাদী হন তাহলে সেই গুরুদেবেকে সঙ্গসেঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।
7. গুরুদেবে যদি মিথ্যাচারী / ধর্ম/শাস্ত্র/ ভগবদ্বিন্দুক হন তাহলে সেই গুরুদেবেকে ত্যাগ করা উচিত।
8. গুরুদেবে যদি শাস্ত্র ও ভগবদ্ বদ্বিরোধী হয়ে পড়েন তাহলে সেই গুরুদেবেকে ত্যাগ করা উচিত।
9. ববিকে বচিরহীন-অনুশাসনজ্ঞানহীন-বদোন্তশাস্ত্রজ্ঞানহীন গুরুকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।
10. যে গুরু জ্ঞান এবং উপদেশে দানরে পরবির্তে ধন এবং সম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা করে সেই গুরুকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত ।
11. কটালিকি ও লটালিকি, শাস্ত্র অনুসারে প্রকৃত লোককল্যাণচিন্তাহীন এবং মন্ত্রব্যবসায়ী গুরু পরিত্যাজ্য।
12. ভগবতভক্ত বা ধার্মিকতার অভিনিয়কারী এবং পার্থক্য জগতে স্বার্থপর গুরু অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
13. কর্মকান্ডী বৈদিকগনও প্রকৃত আত্মজ্ঞান রূপে গুরুত্বশূন্য হতে সেই গুরুকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত ।
14. তত্বভ্রমী গুরু এবং পরশ্রীকাতর কাতর দোষে দুষ্টি গুরু অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
15. সম্প্রদায়ভিমানী যিনি ভিমানী- এইরকম গুরু অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

তাই শাস্ত্র বলেছে উপরোক্ত এই 15 রকম লক্ষণযুক্ত গুরুকে জীবনের আধ্যাত্মিক পরম উন্নতির জন্য প্রথম থেকেই গুরুকরণ করবে না এবং শাস্ত্রসম্মত 24 থেকে 32 লক্ষণযুক্ত সদগুরুকেই একমাত্র প্রথম থেকেই গুরু হিসাবে গুরুকরণ করবে —তাহলে ভবিষ্যতে কখনোই গুরুকরণের পর আধ্যাত্মিক পরম উন্নতির জন্য পুনরায় গুরুত্যাগ করার প্রয়োজন পড়বে না। কোন আশ্রমযুক্ত অথবা কোন সম্প্রদায়যুক্ত অথবা গৃহস্থ অথবা সন্ন্যাসী অথবা বৈষ্ণব বা শক্তি উপাসক বা যেকোনো উপাসকী হোন না কনে শাস্ত্রসম্মত 24 থেকে 32 লক্ষণহীন ব্যক্তিকে গুরু হিসাবে গুরুকরণ না করায়, অবশ্যই শ্রয়ে, অর্থাৎ যাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ সাধনার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত 24 থেকে 32 টি লক্ষণের মধ্যে লক্ষণযুক্ত তার কাছেই একমাত্র গুরুকরণ করা উচিত। একমাত্র দুর্ভাগ্যবশত অথবা অজ্ঞানতা যারা যেকোনো কারণ বা যেকোনোভাবেই হোক বা শাস্ত্রবিরুদ্ধভাবে গুরুকরণ করেছে তাদের জন্যই আধ্যাত্মিক পরম উন্নতির জন্য উপর লিখিত গুরুত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রসম্মত 24 থেকে 32 লক্ষণযুক্ত পুনরায় সদগুরুকরণ হতে শাস্ত্র বধিান দেওয়া হইল।